73

আজকের কাগজ

তারিখ ... 09 MAY 1994 ...
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ৫ ...

সবাইকে সাক্ষর করতে হবে ঃ কিন্তু কিভাবে?

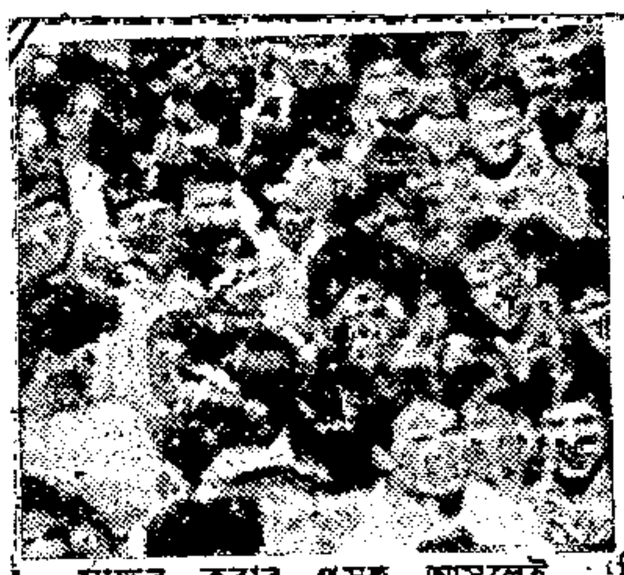

আ.ন.স হাবীবুর রহমান

সাক্ষর করার প্রসঙ্গ আসলেই অনেকদিন যাবৎ আমাদেরকে বলতে হচ্ছে যে, সাক্ষর মানে নাম সাক্ষর জানা নয়। সাক্ষর মানে নিজের প্যারিপার্শিকতাকে লেখাপড়া এবং হিসেবের মাধ্যমে প্রকাশ করার দক্ষতা। অথচ ইংরেজী Literate শব্দটিকে নিরন্তর এত ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ছে না। সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে তাই সাক্ষর শব্দটির পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা- দীর্ঘদিনব্যাপী প্রচার মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে।

আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের, পূর্ণ চক্রটি সমাপনের আগে সাক্ষর হওয়ার অবকাশ খুব কম। তার আগে ঝরে পড়লে অর্জিত সাক্ষরতা-টিকে থাকে না। তাই সবাইকে সাক্ষর করা মানে আমাদের সকল শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন নিশ্চিত করা।

বর্তমানে দেশে যে পরিমাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে তা দিয়ে দেশের অর্ধেক শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করার ব্যবস্থাই হয় না। দেশের সকল শিশুর জন্যে প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে গড়ে প্রতি দুই বর্গ কিলোমিটারে একটি হিসেবে মোট ৭২ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় দরকার বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। কিন্তু দেশে সরকারী এবং বেসরকারী মিলিয়ে বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা প্রায় ৪৪ হাজার। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা শুরুর পর বিদ্যালয় গৃহের কক্ষ প্রতি গড় ছাত্র সংখ্যা একশত ছাড়িয়ে গিয়েছে। অথচ ৫০ জনের বেশি শিশুকে একটি কক্ষে পাঠদান করা আদৌ সম্ভব নয়।

দেশে ছয় থেকে দশ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা প্রায় দুই কোটি। প্রতি ৫০ জনের জন্যে একজন হিসেবে এদের জন্যে মোট চারলক্ষ শিক্ষক থাকা একান্তই আবশ্যক। কিন্তু আমাদের মোট শিক্ষক সংখ্যা দুই লক্ষ আট হাজারের মতো। শিক্ষক এবং ছাত্রের অনুপাত যত বাড়বে শিক্ষাদান কার্য ততই ব্যাহত হবে।

আমাদের দেশের সব শিশুকে সাক্ষর করার পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে সুষ্ঠু পরিবেশও গড়ে তুলতে হবে।

বর্তমান সুযোগ-সুবিধাকে প্রায় দ্বিগুণ না করা পর্যন্ত আমরা সব শিশুকে সাক্ষর করতে পারবো না। বেসরকারী সংস্থাসমূহ প্রাথমিক শিক্ষার একটি উপানুষ্ঠানিক ধারা পরিচালনা করছে। এই ধরাটি কোনভাবেই স্থায়ী কোন পন্থা নয় বা মূলধারা প্রাথমিক শিক্ষার বিকল্প হতে পারে না। একটি নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী (বড়জোর তা দু'হাজার সাল নাগাদ পর্যন্ত হতে পারে) ঐসব সংস্থা শ্রমজীবী মানুষের সন্তানদের জন্যে প্রাথমিক বা মৌলিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে। চূড়ান্তভাবে সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসেবে সরকারকেই সব শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। নিঃসন্দেহে তা হবে মূল ধারার প্রাথমিক শিক্ষা তথা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা।

কিশোর-কিশোরী এবং বয়স্কদের জন্যে অপ্রাতিষ্ঠানিক একটি দীর্ঘস্থায়ী ধারা দেশে বিদ্যমান থাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ঐ ধারার মাধ্যমে বিস্তৃত সংখ্যক নর-নারীকে সাক্ষর করে তোলা যায়। এ ক্ষেত্রে বেসরকারী সংস্থাসমূহ যতেষ্ট সফলতা প্রদর্শন করছে। সংস্থাসমূহের রয়েছে স্বাস্থ্য, ঋণদান, দক্ষতাবৃদ্ধিসহ নানা রকম কর্মসূচি। ঐসব কর্মসূচিতে কার্যকর অংশগ্রহণের জন্যে সাক্ষরতা একটি বড় হাতিয়ার। বিভিন্ন সংস্থা ঐসব কর্মসূচিতে সম্পৃক্ততার ধাপ হিসেবে সাক্ষরতা কার্যক্রমকে জুড়ে দিয়েছে। তাতে কর্মসূচিসমূহ সফল হচ্ছে। দেশের প্রায় পাঁচশত সংস্থা বয়স্ক ও কিশোর-কিশোরী সাক্ষরতা কর্মসূচি কার্যকরভাবে পরিচালনার যোগ্যতা রাখে। সুষ্ঠু সমন্বয় এবং অব্যাহত মূল্যায়ন দ্বারা এ ধরনের কর্মসূচিকে ব্যাপকতর ও সফল করা যায়। কিন্তু গণসাক্ষরতা অভিযান আকারে তা পরিচালনা করা সম্ভব নয়। বিচ্ছিন্নভাবে বয়স্ক বা কিশোর-কিশোরী সাক্ষরতা অভিযানকে সফল করার মতো অবকাঠামোগত অবস্থা আগেও তৈরি করা যায়নি। এখনও তা সম্ভব হবে না। অবশ্যই সরকারকে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিই সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। বয়স্ক ও কিশোর-কিশোরী সাক্ষরতা কার্যক্রম বেসরকারী সংস্থার দায়িত্বে পরিচালিত হওয়া শ্রেয়। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে ১৯৮০ সালে পরিচালিত বয়স্ক সাক্ষরতা অভিযান কোন সুফল বয়ে আনতে পারেনি। মাঝপথে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

কিভাবে সাক্ষর করবো, তারও চেয়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কিভাবে সাক্ষরতাকে ধরে রাখবো, কিভাবে সাক্ষরতাকে দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত করা যাবে।

আমাদের দেশের মোট সাক্ষর জনসংখ্যার বড় অংশটিই হচ্ছে শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনকারী। এদের পড়ার উপযোগী উপকরণ খুবই কম আছে। এরা দৈনন্দিন জীবনে লেখার চর্চা করতে পারছে না। হিসেব লিখে রাখার মতো অভ্যাসও এদের গড়ে উঠেনি। ফলে চর্চার অভাবে অনেক সাক্ষরই ক্রমান্বয়ে অর্ধ সাক্ষর থেকে প্রায় নিরক্ষরে পরিণত হচ্ছে।

এদের জন্যে অব্যাহত শিক্ষার ব্যবস্থা অপরিহার্য। গ্রামে গ্রামে এমন একটি কেন্দ্র থাকা দরকার, যেখানে সাক্ষর লোকেরা তাদের প্রয়োনীয় পড়ার বই, পত্রিকা পান। যেখনে বসে তারা লিখা চর্চা করতে পারেন। ঐসব সাক্ষরদের এমন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হওয়া উচিত যেখানে দৈনন্দিন হিসেব-নিকাশ লিখে রাখার প্রয়োজন রয়েছে। এসব করা হলে আমাদের দেশের সাক্ষর লোকেরা অনেক বেশি ক্ষমতাবান হবেন।

শুধু সাক্ষর করা নয়, সাক্ষরতা দক্ষতাকে সুদৃঢ় এবং উন্নত করার জন্যে পদক্ষেপ নেয়া হোক একই সঙ্গে।